দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

৪ আষাঢ় ১৩৯৪ ব.

027

ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা দিতে দিন

19 JUN 1987

বর্তমান সরকারের পদত্যাগ, বর্তমান সংসদ বাতিল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীতে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট আন্দোলন চালিয়ে আসছে। দেশে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঈদের পর ব্যাপক কর্মসূচী প্রকাশ করা হবে বলে এর আগে ঘোষণা করা হয়েছিল। উক্ত ঘোষণার প্রেক্ষিতেই হয়তো বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট আগামী ২১ জুন সারা দেশে অর্ধদিবস হরতালের ডাক দিয়েছে।

অপরপক্ষে, ৫ দলীয় জোট, ৮ দলীয় ঐক্য জোট এবং ৬ দলীয় জোটের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি সম্মিলিত কর্মসূচী গ্রহণের জন্য আলাপ-আলোচনা চলছে বলে জানা গেছে। কিন্তু পাঁচ দলীয় জোট ইতিপূর্বেই আগামী ২৩ জুন দেশব্যাপী হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে এবং তাদের কর্মসূচী সফল করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

গণতান্ত্রিক দেশে ধর্মঘট ও হরতাল হচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই গণতন্ত্রের লক্ষ্যে ধর্মঘট ও হরতালের ডাক দেয়ার অধিকার গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের আছে। এজন্য আমরা ধর্মঘট ও হরতালকে সমর্থন করি। সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমেই দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, দেশ ও জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যই দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তা গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন প্রতিটি নাগরিকই সমর্থন করবে। কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলন যদি জনগণের কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ বয়ে আনে তাহলে দেশবাসী এ আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারে না। এদিক থেকে বলতে গেলে বলতে হয় যে, বর্তমানে দেশে এইচএসসি পরীক্ষা চলছে। আগামী ২১ জুন ও ২৩ জুন অর্থাৎ রোববার ও মঙ্গলবার এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতি ও ভূগোল বিষয়ক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত দুই দিন যদি অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয় তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে যাবে কি করে? শহরের একপ্রান্তের পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা কেন্দ্র হয়তো পড়েছে অপরপ্রান্তে। এমতাবস্থায় হরতালের মধ্যে পায়ে হেঁটে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতায়াত এক দুষ্কর ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে, এতে পরীক্ষা অনুষ্ঠান বিঘ্নিত হবে অথবা পরীক্ষা আদৌ না হবারই সম্ভাবনা। এ অবস্থায় হরতালের আহবান সুবিবেচনা প্রসূত নয় বলেই আমরা মনে করি। কারণ, পরীক্ষার্থীরা আমাদেরই ছেলেমেয়ে। তাঁদের জীবন যে কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হোক এটা আমরা চাই না। অধিকন্তু তারা যাতে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা আমাদের এক নৈতিক ও পবিত্র দায়িত্বও।

এ সময় যাঁরা হরতালের ডাক দিয়েছেন, আমরা তাঁদেরকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি যে, আপনাদের এ আহবান কি সময়োচিত হয়েছে? আমরা মনে করি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জনগণের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা একান্ত দরকার। তা না হলে আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। কিন্তু অবিবেচনা প্রসূত কর্মসূচী গ্রহণ করা হলে তাতে জনগণের সমর্থন পাওয়া যায় না। অথচ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার যে কোনো আন্দোলনের প্রতি জনসাধারণের সমর্থন আছে। এ ক্ষেত্রে যদি জনগণের স্বার্থ বিরোধী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তাহলে আপনাদের জনপ্রিয়তার পারদ ঊর্ধ্বদিক থেকে নীচের দিকেই হয়তো নেমে আসবে। অতএব, আমরা আপনাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ রেখে বলতে চাই যে, আপনারা ধর্মঘট বা হরতাল যা-ই ডাকেন না কেন অন্ততঃ এইচএসসি পরীক্ষার পর ডাকুন। ছেলেমেয়েদের সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনকে বিড়ম্বিত করে তুলবেন না।